সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
রবীন মজুমদার
অসিত বরণ
ছবি বিশ্বাস
অভিনীত

এস. এস. পিকচার্সের
নিবেদন

প্রিয়া

পরিচালনা.
সলিল সেন
সংগীত. কাহিনী.
রাজেন সরকার • বিজয় গুপ্ত

• প্রভা রিলিজ •

GROYS

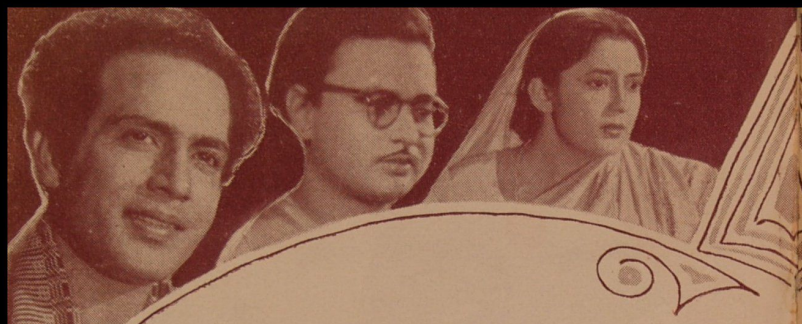

এস্ এস্ পিকচার্সের নিবেদন

প্রিয়া

পরিচালনা : **সলিল সেন**

প্রযোজনা : **বুলু লাডিয়া**

কাহিনী : বিজয় গুপ্ত। সুর : র‍্যাজেন সরকার। গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। আলোকচিত্র : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ : মণি বসু। সঙ্গীত ও শব্দযোজনা : অতুল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : সুবোধ রায়। শিল্প-নির্দেশ : সুনীল সরকার। নৃত্য-শিক্ষণ : জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। আবহ-সঙ্গীত : সুরশ্রী

কর্মসচিব : বিশ্বম্ভর চৌধানি

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-এ চিত্রায়িত
এবং ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীজে বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

• সহকারী •

পরিচালনা : সুকুমার রায় চৌধুরী ও বিশু চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : অমিয় সেনগুপ্ত ও মানস দাশগুপ্ত। শব্দযোজন : সুজিত সরকার ও বীরেন। সম্পাদনা : মিহির ঘোষ। রূপসজ্জা : কার্তিক ও গুনো।

পরিবেশনা : **প্রভা পিকচার্স**

1958, January

• রূপায়ণে •

অসিতবরণ	সাবিত্রী চ্যাটার্জি
রবীন মজুমদার	পদ্মা দেবী
ছবি বিশ্বাস	সুমালা চ্যাটার্জি
নীতিশ মুখার্জি	জয়শ্রী সেন
অনিল চ্যাটার্জি	লীলাবতী
অমর মল্লিক	
অনুপকুমার	•
জহর রায়	

তুলসী চক্র • নৃপতি • শ্যাম লাহা ও শ্রীমান অলক

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ গানগুলি এইচ, এম, ভি রেকর্ডে বাণীবদ্ধ ॥

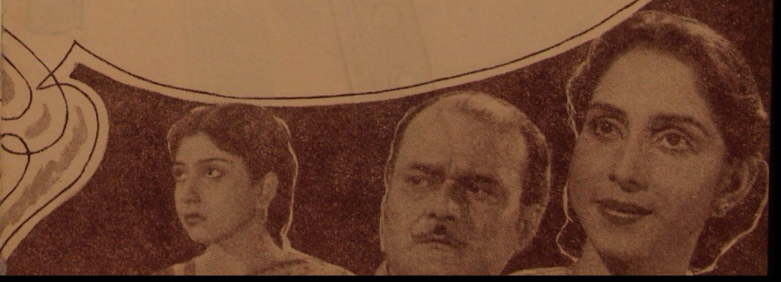

কাহিনী

পাওনাদারের পীড়ন থেকে প্রেমাস্পদকে বাঁচাবার জন্য প্রিয়তমর সান্নিধ্য ছেড়ে যদি কোন প্রিয়াকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্ত্রী সেজে অপর কোন পুরুষকে ভালবাসতে হয় ! আর ভালবাসতে গিয়ে সে যদি ভুল করে বসে—নিজেকে হারিয়ে ফেলে ? কাঞ্চন ফেলে কাঁচ বাঁধে আঁচলে ?

এমনি সমস্যা এসেছিল মানসীর জীবনে। মানসী ভালোবেসেছিল শিল্পী অরুণকে। আর ভালোবাসার ভান করেছিল ধনী সমীরের সঙ্গে,—পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার স্ত্রী-সেজে।

এই স্ত্রী-সেজে অভিনয় করার এতো বিপদ, এতো শঙ্কা—তা কি সে জানত ? এই বিপদ তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, কে জানে !

এই ভালোবাসা আর না-ভালোবাসার অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্ত্তকে কেন্দ্র করে এমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে যে শেষ পরিণতি না-দেখা পর্য্যন্ত মানুষের মন কচি কিশলয়ের মত সন্দেহের হাওয়ায় থরো থরো করে কাঁপতে থাকে।

সঙ্গীত

[১]

লাল আঙুরের একটু নেশা
একটু খুশী একটু হাসি
সেই সাথে এই মাতাল রাতে
দখিন হাওয়া বাজাক বাঁশী
নয়নে থাক লাজুক নয়ন
হাতে থাকুক অধীর হাত
মন্দ কি গো এমনি করেই
যাক কেটে এই মদির রাত—
কানে কানে বল বল না হয়
        দুটি কথা ভালবাসি
সেই সাথে এই মাতাল রাতে
দখিন হাওয়া বাজাক বাঁশী
        দুটি কথা ভালবাসি
তাইতো বলি এই দুটো দিন
হেসে খেলেই কাটিয়ে দাও
চৈত্র বেলা আসার আগেই
এই ফাগুনেই ফুরিয়ে যাও—
চাও কি তবে মিলনমালা
অবহেলায় হয় বাসী—

[২]

খেয়া বলে আমি যাই যাই,
    ওগো তীর আমি যাই
        এবার বিদায় চাই।
তীর বলে 'ওগো না, না
        যাবার সময় হয় নাই'
খেয়া বলে 'ওগো তীর আমি
        চলিতেই শুধু জানি
জোয়ারে যদি বা আসি
        ভাটা নেয় মোরে টানি'

সঙ্গীত

আমি ভরা পালে যাই চলে
চিরকাল একই কূলে
মেলেনা আমার ঠাঁই—
        এবার বিদায় চাই।

[৩]

ভোর হ'ল তোর প্রাণে—
(আমায়) পাখীরা কহিল গানে
মনে মনে যেন তাই
নতুনের সাড়া পাই
আকাশের নীল কোন সে অরূপ
স্বপনের মায়া আনে—
আলো আর হাসি এল এ ভুবন ঘিরে
অসীমে হারাই সীমার বাঁধন ছিড়ে
    এ জীবনে এল সুর
    কাছে এল যেন দূর
কান পেতে শুনি কি কথা ভ্রমর
    কহিছে ফুলের কানে—
আমায় পাখীরা কহিল গানে

[৪]

এই রাত জেগে থাক্—সুখ স্মৃতি হয়ে।
মায়াবী চাঁদের ঐ মধু প্রীতি লয়ে।
তারায় তারায় দীপ দেবে গো জ্বালি
বাতাসে বকুল দেবে সুরভি ঢালি
চঞ্চল ভ্রমরের মধু গীতি লয়ে।
মনে রবে চিরদিন এ ভাল লাগা
মুখোমুখি দুজনের বাসর জাগা
এই আলো এই খুশি এই সে হাসি
নিশিদিন এ হৃদয়ে বাজাবে বাঁশী—
এ জীবনে স্মরণীয়—
        মধুতিথি হয়ে।

প্রভা পিকচার্স, ৫৬ নং বেলিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ নং ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।